সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতির চালচিত্র ২

মেধাবী ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব

আশরাফুল ইসলাম কচি

দেশের ছাত্র রাজনীতিতে নেই গণতান্ত্রিক ধারা। নিয়মিত সম্মেলন হওয়ার নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। ২ বছর পরপর সম্মেলন হওয়ার কথা; কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না। প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল ৩ বছর আগে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও জেলা কমিটিরও একই অবস্থা। সব ধরনের কমিটির মেয়াদ বর্তমানে উত্তীর্ণ। ১ বছরের জন্য কমিটি গঠন করা হলেও কমিটিগুলো দায়িত্বে রয়েছে ৩/৪ বছর ধরে। নেতাকর্মীদের অভিমত, নিয়মিত সম্মেলন না হওয়ায় মেধাবী ও যোগ্য নেতৃত্ব বের হচ্ছে না।

নেতৃত্ব অভাব : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

অভাব : নেতৃত্বের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিকেন্দ্রীকরণ না হয়ে একমুখী হয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি হচ্ছে না ৪ বছর ধরে সংগঠনটির সর্বশেষ কমিটি হয়েছিল ২০০৫ সালে ১ জানুয়ারি। কমিটির মেয়াদ ছিল ২ বছর। অথচ সেই কমিটি এখনও ছাত্রদলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বর্তমান কমিটির শীর্ষ নেতাদের বয়স ৪০ ছুঁই ছুঁই। কেউ কেউ ৪০ বছর পার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি গঠন করা হয় ২০০৫ সালের জুলাই মাসে। কমিটির মেয়াদ ছিল ২ বছর। কিন্তু সাড়ে ৩ বছর ধরে এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ২০০৫ সালের পর ৬৭টি সাংগঠনিক কমিটির কোনটিতেই নতুন করে কমিটি গঠন করতে পারেনি ছাত্রদল। এসব কমিটিতে নেতারা দীর্ঘদিন ধরে একই পদে বহাল রয়েছেন, যাদের বয়স ৩০-এর বেশি।

মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতে, নিয়মিত কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ছাত্র নেতৃত্বে কোন জট সৃষ্টি হতো না। বরং বেরিয়ে আসত মেধাবী ও যোগ্য নেতৃত্ব। ২ বছরের কমিটি ৪ বছরে হয় বলে অনেক নেতাকে দীর্ঘদিন একই পদে থাকতে হয়। কিন্তু নিয়মিত কমিটি হলে নেতারা ৪ বছরে একাধিক পদ পেতে পারতেন। এতে সিনিয়র নেতাদের চেয়ে জুনিয়র নেতারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ কারণে সিনিয়র নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ জুনিয়র নেতারা।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ 'সংবাদ'কে বলেন, নিয়মিত কমিটি গঠন করা হলে সংগঠনের নেতৃত্বে কোন সঙ্কট তৈরি হবে না। আর সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসবে তরুণ নেতৃত্ব।

ছাত্রলীগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ সব কমিটি

২০০২ সালের এপ্রিলের পর নেতাকর্মীদের আন্দোলনের মুখে ২০০৬ সালের এপ্রিলে সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠিত হয়। শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিটিতে পদ পেতে ২৯ বছর সময় বেঁধে দেয়া হয়। যদিও পদ পাওয়ার সময় ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না।

বর্তমান কমিটির মেয়াদ ছিল ২ বছর। তবে ওয়ান-ইলেভেন, দেশে জরুরি অবস্থা জারি- সব মিলিয়ে কমিটি গঠন সম্ভব হয়নি বলে নেতাকর্মীদের মত। বর্তমান কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ১ বছর আগেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিরও একই অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয় ২০০৬ সালের অক্টোবরে। ১ বছরের জন্য কমিটি গঠন করা হলেও বর্তমান কমিটির মেয়াদকাল আড়াই বছর হতে চলল।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটিগুলোর অবস্থা আরও করুণ। ৬ বছর ধরে কোন হল কমিটি হচ্ছে না। সর্বশেষ লিয়াকত-বাবুর কমিটির আমলে ২০০২ সালে হল কমিটি হয়েছিল। এরপর আর কোন কমিটি হয়নি। বর্তমান কমিটি এসে হল কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিলেও কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শীর্ষ নেতার আর্থিক লেনদেন ও আঞ্চলিকতার অভিযোগে কমিটি করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া সাংগঠনিক জেলা কমিটি রয়েছে ৮৭টি। বর্তমান কমিটি গঠন করার পর এসব কমিটিও নতুন করে গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতাদের চেয়ে সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতাদের বয়স বেশি হওয়াকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন 'সংবাদ'কে বলেন, ওয়ান-ইলেভেন, জরুরি অবস্থা, ঘরোয়া রাজনীতি বহুসহ নানা কারণে কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। খুব শিগগিরই কমিটি গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে।

নেতাকর্মীদের মতে, দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়ায় ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। এতে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সংগঠনও চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ব্যতিক্রমী বাম সংগঠন

বাম সংগঠনগুলোর অনেক দলের কমিটি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর হচ্ছে। বর্তমান কমিটিগুলোর সবকটিরই মেয়াদ আছে। ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি হয়েছিল ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি হয়েছিল ২০০৮ সালের মার্চ মাসে। এছাড়া ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ বাম সংগঠনগুলোর কমিটি গঠন করা হয় ২০০৮ সালেই। এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী বানু মিতা বলেন, নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোতে ছাত্র প্রতিনিধি আনা উচিত।